দৈনিক সংবাদ

2 4 DEC 1987

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো ছেড়ে দেওয়া হোক

১৯৮৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমে চারটি বোর্ডের ২৯টি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা-কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দেশের প্রত্যেকটি উপজেলা সদরে মাত্র একটি করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে প্রত্যেকটি উপজেলাতেই একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

অন্য এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষায় বিরাজমান অসদুপায় নিরসনের জন্যই কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু যে কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা-কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় সেখানে ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র কেমন করে চলে? যেমনটি হয়েছে বরিশাল জেলার শিকারপুরে। শিকারপুর কলেজের এইচ, এস, সি কেন্দ্র বাতিল করে দেয়া হয়েছে অথচ সেখানে ডিগ্রী কেন্দ্র দেয়া হয়েছে।

রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত খবরে বলা হয়েছে যে, প্রতি উপজেলায় প্রত্যেক ছয় মাইলের মাথায় একটা করে এইচ,এস,সি কেন্দ্র থাকবে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে, পিরোজপুর জেলার চাখার এইচ,এস,সি কেন্দ্র ও বাইশারী এইচ,এস,সি কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব প্রায় আট মাইল। এ ছাড়া বাইশারী থেকে চাখারে যাওয়ার একমাত্র পথের মধ্যে রয়েছে বিরাট সন্ধ্যা নদী; যে নদী পরীক্ষা চলার মৌসুমে কালবৈশাখী ঝড়ে এমন মূর্তি ধারণ করে যে, দুই-তীরের যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমন পরিবেশে অবস্থিত লাখো জনগণের প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাকেন্দ্রকে পর্যন্ত বাতিল করে দেয়া হয়েছে। গত বৎসর পরীক্ষার ঠিক এক সপ্তাহ আগে কেন্দ্র বাতিল করে দেয়ায় এ কলেজের কয়েক শ' ছাত্রছাত্রী যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুন চাখার গিয়ে পরীক্ষা দিতে পারেনি। ফলে তাদের জীবন থেকে একটা অমূল্য বৎসর হয়েছে নষ্ট। এরূপ শুধু বাইশারী কলেজে নয়, দেশের ২৯টি কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরই এমন করে সময় নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এরূপ কাজের জন্যে দায়ী হবেন কারা? আর যারা ভাবেন যে, প্রতি ছয় মাইলের মাথায় পরীক্ষাকেন্দ্র থাকবে তারা কি চিন্তা করেছেন যে, বাংলাদেশে এমন এলাকাও আছে যেখানে ছয় মাইল দূরত্ব অর্ধ দিনের পথ। আর সে পরিবেশে পরীক্ষা দিতে হলে পরীক্ষার্থিগণকে নিশ্চয়ই কেন্দ্রের কাছাকাছি বাসা ভাড়া করে নিতে হবে। কিন্তু হাজার হাজার টাকা খরচ করে বাসা ভাড়া করে পরীক্ষা দেয়া গরীব চাষীর সন্তানের পক্ষে কি আদৌ সম্ভব? তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, লেখাপড়াও আজ আর গরীবের কাজ নয়। যদি গরীবের জন্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা এ দেশে থাকত তাহলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য শহর কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা করা হত না।

আমরা জানি মাননীয় সরকার শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে সাথে প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের গরীব দুঃস্থ কৃষক শ্রমিকের সন্তানেরা যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেতে পারে তার জন্য গত বৎসরে বাতিলকৃত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পুনরায় ছেড়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি জোড় আবেদন জানাচ্ছি।

মো: আবুল কালাম আজাদ,
৩৫, ওমর আলী লেন,
প: রামপুরা, ঢাকা-১৭।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পদ্ধতি প্রণয়ন

কয়েকদিন পূর্বে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরিক্ষার নতুন পদ্ধতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসব ছাত্রছাত্রী এইচ,এস,সি ও এস,এস,সি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারাই মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। (কিন্তু পূর্বের নিয়ম ছিল, যেসব ছাত্রছাত্রী এইচ, এস, সি ও এস, এস, সি পরীক্ষার মোট ১,২০০ নম্বর পেত তারাই মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এবার তাদের পূর্বের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেছেন। আমরা কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন পদ্ধতি প্রণয়ন করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কারণ, (১) অনেক ছাত্রছাত্রী এইচ, এস, সি পরীক্ষায় বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে উচ্চ নম্বর (৬০%--৬৫%) পেয়েও বাংলা ও ইংরেজীতে কম নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগের নম্বর পায় না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এদের নম্বর ৫৫০-এর উপরে থাকে। (২) অনেক ছাত্রছাত্রী এস,এস, সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েও বহুলাংশে কঠিনতর এইচ এস, সি, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছে। তারাও এই পদ্ধতির ফলে মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। (৩) এ ছাড়াও এবারের ভয়াবহ বন্যার কারণে অনেক জায়গায় এইচ, এস, সি পরীক্ষার খাতা হারিয়ে যাওয়ায় অনেক ছাত্রছাত্রীই তাদের যথার্থ প্রাপ্য নম্বর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বন্যার কারণে অনেক ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার প্রস্তুতি বিঘ্নিত হয়েছে। (৪) বাংলাদেশের অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুটি প্রথম বিভাগের দরকার হয় না বরং হয় এইচ এস সি ও এস,এস,সি পরীক্ষার মোট নম্বর নতুবা এইচ,এস,সি পরীক্ষার নম্বরকে কোন ছাত্রের যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু এবারে মেডিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ দুটি প্রথম বিভাগের শর্ত দিয়েছেন।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে এই নতুন পদ্ধতি পরিবর্তন করে, "যেসব ছাত্রছাত্রী এইচ, এস, সি ও এস, এস, সি পরীক্ষায় মোট ১২০০ নম্বর পেয়েছে, তারাই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে" এই পদ্ধতি প্রণয়ন করা হোক। এ ব্যাপারে আমরা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

কামরুল হাসান (ঢাকা বোর্ডে ৭ম) ঢাকা কলেজ, সাফাত লতিফ, ঢাকা কলেজ, আসিফ আইমন হক, নটরডেম কলেজ, মো: শফিকুল ইসলাম (বেলাল) ইউ,ল্যাব কলেজ, সৈয়দ মাইনুল হাসান, পটুয়াখালী সরকারী কলেজ, মাদিহা তুন নাহার নীনা, বদরুন্নেসা কলেজ, জুবাইদা সালিম, বদরুন্নেসা কলেজ, শাব্বীর আহমেদ পাভেল গুরুদয়াল কলেজ, এ, কে, এম সহিদ সরওয়ার, সাফাত লতিফ, ঢাকা কলেজ এবং আরও ১০০ জন ছাত্রছাত্রী।